তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২২২

**টাঙ্গাইল শাড়িকে জিআই পণ্য হিসেবে জার্নালে প্রকাশনা**

 **পরবর্তী করণীয় বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ১২ ফাল্গুন (২৫ ফেব্রুয়ারি):

‘টাঙ্গাইল শাড়ি’-কে জিআই পণ্য হিসেবে জার্নালে প্রকাশনা পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে অংশীজনের সমন্বয়ে এক মতবিনিময় সভা আজ সকালে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জাকিয়া সুলতানার সভাপতিত্বে সভায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও বিশেষজ্ঞগণ অংশগ্রহণ করেন।

সভায় সিনিয়র সচিব জিআই পণ্য হিসেবে ‘টাঙ্গাইল শাড়ি’-কে ভারতে নিবন্ধন এবং বাংলাদেশের করণীয় বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করেন।

জাকিয়া সুলতানা জিআই ট্যাগ ব্যবহার করে নিবন্ধিত পণ্যসমূহ রপ্তানির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি আরও বলেন, জিআই ট্যাগ ব্যবহার করে পণ্য রপ্তানি করলে উদ্যোক্তাগণ পণ্যের অধিকতর মূল্য পাবেন এবং বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে। শিল্প সচিব দ্রুততম সময়ের মধ্যে এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে একটি লিগ্যাল এক্সপার্ট প্যানেল গঠনে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলে জানান।

সভায় এ বিষয়ে পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস (ডিপিডিটি)-এর পক্ষ থেকে একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করা হয়। উক্ত উপস্থাপনায় বাংলাদেশ ও ভারতের জিআই সংশ্লিষ্ট আইন, উভয় দেশের টাঙ্গাইল শাড়ির জার্নাল, TRIPS Agreement এর সংশ্লিষ্ট ধারা এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আলোকপাত করা হয়।

আলোচনা পর্বে টাঙ্গাইল শাড়ির আবেদনকারী হিসেবে টাঙ্গাইলের জেলা প্রশাসক এই শাড়ি উৎপাদনের ইতিহাস, উৎপাদন ও বিপণন অঞ্চল নিয়ে সভাকে অবহিত করেন।

আলোচনায় অংশ নেন সিপিডি’র সম্মানীয় ফেলো ড. মোস্তাফিজুর রহমান, এসএসজিপি প্রকল্পের সম্মানিত উপদেষ্টা শরিফা খান, ট্রেড এক্সপার্ট ড. মোস্তফা আবিদ খান ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব আলম মোস্তফা।

#

মাহমুদুল/ফয়সল/সায়েম/মোশারফ/শামীম/২০২৪/২০৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩২২১

**সম্পর্কের নতুন অধ্যায় নিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে মার্কিন প্রতিনিধিদলের আলোচনা**

ঢাকা, ১২ ফাল্গুন (২৫ ফেব্রুয়ারি):

 বাংলাদেশ-মার্কিন সম্পর্কে নতুন অধ্যায় শুরু নিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদের সঙ্গে মার্কিন প্রতিনিধিদলের বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

 আজ রাজধানীর সেগুনবাগিচায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রী হাছানের সঙ্গে এক ঘণ্টাব্যাপী বৈঠকে বাংলা‌দে‌শ সফররত এ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিশেষ সহকারী এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের (এনএসসি) দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক সিনিয়র ডিরেক্টর আইলিন লবাখার। এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে লেখা মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের পত্রের উত্তরে প্রধানমন্ত্রীর লেখা পত্রের একটি কপি মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিশেষ সহকারী লবাখারকে হস্তান্তর করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

 বৈঠক শেষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ সাংবাদিকদের বলেন, যুক্তরাষ্ট্র আমাদের একটি বড় উন্নয়ন সহযোগী রাষ্ট্র। দু'দেশের সম্পর্কে নতুন অধ্যায় শুরু নিয়ে, এই সম্পর্ককে কীভাবে আরও গভীর করা যায়, সে সব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

 বৈঠকে রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে আলোচনার কথা জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনকে একমাত্র সমাধান হিসেবে বিবেচনা করছে। তারাও চায় রোহিঙ্গারা সসম্মানে নিজ দেশে ফিরে যাক। সেই সাথে তাদেরকে সাময়িক আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশ যে উদারতা দেখিয়েছে তার ভূয়সী প্রশংসা করেছে মার্কিন প্রতিনিধিরা।

 হাছান বলেন, গাজায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর করা, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধসহ যে কোনো যুদ্ধের বিরুদ্ধে ও শান্তির পক্ষে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরেছি। বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনি যুক্তরাষ্ট্রে পলাতক রাশেদ চৌধুরীকে দেশে আনার বিষয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। তাদের জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট এটি দেখছে।

 র‍্যাপিড একশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার নিয়ে আলোচনা বিষয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, এ ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র যে পাঁচটি পর্যবেক্ষণ (অবজারভেশন) দিচ্ছে সে সব বিষয়ে বাংলাদেশ তার গৃহীত পদক্ষেপগুলো তুলে ধরবে।

 পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, নিরাপত্তা সহযোগিতা, শ্রম পরিবেশ উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় ইউএসএইডের সহযোগিতা আলোচনায় স্থান পায়, উল্লেখ করেন মন্ত্রী।

 সফররত ইউএসএইডের এশিয়া ব্যুরোর এসিস্ট্যান্ট এডমিনিস্ট্রেটর মাইকেল শিফার এবং ডিপার্টমেন্ট অভ স্টেটের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক ডেপুটি এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি আফরিন আখতার বৈঠকে অংশ নেন। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উত্তর আমেরিকা অনুবিভাগের মহাপরিচালক খন্দকার মাসুদুল আলম এবং অন্যান্য কর্মকর্তাগণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

 এর আগে প্রতিনিধিদলের একাংশ পররাষ্ট্র সচিব রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেনের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হয়।

 এ দিন দুপুরে মন্ত্রণালয়ে আসিয়ান দেশগুলোর ঢাকায় নিযুক্ত হাইকমিশনার ও রাষ্ট্রদূতরা পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মন্ত্রী জানান, আসিয়ানের পর্যবেক্ষক হিসেবে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি ও এই জোটভুক্ত দেশগুলোর সাথে বাণিজ্য বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। ব্রুনাই, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, মিয়ানমার, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামের হাইকমিশনার ও রাষ্ট্রদূতরা বৈঠকে অংশ নেন।

#

আকরাম/পাশা/ফয়সল/সায়েম/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৪/২০৩৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩২২০

**শিক্ষাই উন্নয়নশীল দেশের ভরসা**

 **---সমাজকল্যাণ মন্ত্রী**

চট্টগ্রাম, ১২ ফাল্গুন (২৫ ফেব্রুয়ারি):

 সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, উন্নয়নশীল দেশের তেল গ্যাস ও অন্যান্য সম্পদ সীমিত। পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্য শিক্ষাই উন্নয়নশীল দেশের ভরসা।

 মন্ত্রী আজ চট্টগ্রামে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন এর মাস্টার্স অভ্ আর্টস ইন এডুকেশন ডিগ্রি প্রদান উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, শিক্ষা গ্রহণ নিম্ন আয়ের দেশের জন্য চ্যালেঞ্জ। সম্পদের সীমাবদ্ধতা, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নানা প্রতিকূলতার কারণে শিক্ষা গ্রহণ সহজলভ্য নয়। তিনি সনদপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা এখানকার অর্জিত বিদ্যা নিজের দেশে এবং বিশ্বের বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করবেন, নারী তথা সমাজের অগ্রগতি নিয়ে কাজ করবেন।

 অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, শিক্ষক ও বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হতে আগত শিক্ষাবিদগণ উপস্থিত ছিলেন।

 অনুষ্ঠানে মন্ত্রী ২১ জন শিক্ষার্থীকে সনদ প্রদান করেন।

#

জাকির /পাশা/ফয়সল/সায়েম/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৪/২০১২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩২১৯

**ব্লক ইট ব্যবহারের সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করা হবে**

 **---পরিবেশ মন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ ফাল্গুন (২৫ ফেব্রুয়ারি):

 পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, পরিবেশের ক্ষতি রোধে পোড়ানো ইটের পরিবর্তে ব্লক ইট ব্যবহার জরুরি, তাই সরকার ব্লক ইট ব্যবহারের প্রতিবন্ধকতা দূর করতে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

 আজ ঢাকায় মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে পোড়ানো ইটের পরিবর্তে ব্লক ইট ব্যবহারের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন নিয়ে এক মতবিনিময় সভায় সভাপতির বক্তব্যে পরিবেশমন্ত্রী এসব কথা বলেন ।

 মন্ত্রী বলেন, সরকার ব্লক ইট তৈরির জন্য প্রশিক্ষণ এবং ঋণ প্রদান করবে। বিভিন্ন ব্যাংক যাতে ঋণ দিতে এগিয়ে আসে সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। ওয়ানস্টপ সেবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সভায় ব্লক ইট ব্যবহারের চ্যালেঞ্জসমূহ সমাধানে সকল স্টেক হোল্ডারদের নিয়ে একটি কর্মশালা করা হবে।

 পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ, গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী ওয়াছিউদ্দিন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ কামরুল হাসান, রাজউক চেয়ারম্যান মোঃ আনিছুর রহমান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব এবিএম আমিন উদ্দিন নুরী, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবদুল হামিদ, মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ) ড. ফাহমিদা খানমসহ ব্লক ইট প্রস্তুতকারক সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

#

দীপংকর/পাশা/ফয়সল/সায়েম/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৪/১৯৫৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২১৮

**ডাকঘরকে মেইল ডেলিভারি থেকে সার্ভিস ডেলিভারিতে রূপান্তরের উদ্যোগ নিন**

 **-- প্রতিমন্ত্রী পলক**

ঢাকা, ১২ ফাল্গুন (২৫ ফেব্রুয়ারি) :

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ডাকঘরকে মেইল ডেলিভারি থেকে সার্ভিস ডেলিভারিতে এবং টেলিযোগাযোগ প্রতিষ্ঠানসমূহকে অধিকতর জনবান্ধব এবং স্মার্ট প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে ‘রেগুলেটর থেকে ফেসিলিটেটর’-এ রূপান্তরের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় বাংলাদেশ সচিবালয়ে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে ডাক ও টেলিযোগাযোগ সেবা জনবান্ধব ও স্মার্ট বাংলাদেশের উপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ‌্যে শতাব্দীর প্রাচীন পোস্ট অফিস অ্যাক্ট ১৮৯৮ এবং টেলিকম অ্যাক্ট ২০১০ এর সংশোধন বিষয়ক এক পর্যালোচনা সভায় সংশ্লিষ্টদের এই নির্দেশনা প্রদান করেন। দ‌্য পোস্ট অফিস অ্যাক্ট ১৮৯৮ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত ডাক অধিদপ্তরের ওপর জনগণের আস্থা নিশ্চিতকরণে গ্রাহকবান্ধব ও প্রযুক্তিবান্ধব সময়োপযোগী আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য বলে তিনি উল্লেখ করেন।

প্রতিমন্ত্রী কুরিয়ার সার্ভিসকে স্মার্ট বাংলাদেশের উপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিসের উন্নয়ন ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং তদ্‌সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়ের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব এ কে এম আমিরুল ইসলাম ও মোহাম্মদ গোলাম সরওয়ার ই কায়নাত এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীন দপ্তর ও সংস্থাসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এবং বিশেষজ্ঞগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

শেফায়েত/ফয়সল/সায়েম/সঞ্জীব/শামীম/২০২৪/২০০৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২১৭

**প্রাণিজ প্রোটিন উৎপাদনে গুণগত মান নিশ্চিত করতে হবে**

 **--মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ ফাল্গুন (২৫ ফেব্রুয়ারি) :

শেখ হাসিনার বাংলাদেশে মাছ, মাংসসহ অন্যান্য প্রাণিজ প্রোটিনের অভাব থাকবে না বলে জানিয়েছেনমৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোঃ আব্দুর রহমান।

আজ হোটেল প্যানপ্যাসিফিক সোনারগাঁওয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প আয়োজিত ‘Agro Business Planning, Technologies and Marketing Advice and Implementation Support for Livestock Sector’ বিষয়ে প্রণীত চূড়ান্ত প্রতিবেদনের ভেলিডেশন কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ কথা বলেন।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়তে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে হলে মেধাবী কর্মঠ মানুষ প্রয়োজন। আর মেধাবী ও কর্মঠ মানুষ পেতে হলে প্রয়োজন প্রাণিজ আমিষের নিয়মিত জোগান। দুধ, ডিম, মাছ, মাংস ছাড়া মেধাভিত্তিক জাতি গঠন সম্ভব নয় উল্লেখ করে তিনি জানান, এসব পণ্যের জোগান নিশ্চিত করতে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

মন্ত্রী জানান, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, ‘আমার মাছ আছে, আমার লাইভস্টক আছে। যদি উন্নয়ন করতে পারি, ইনশাল্লাহ এই দিন আমাদের থাকবে না।’ বঙ্গবন্ধুর সে আশাবাদকে হৃদয়ে ধারণ করে কাজ করলে আমাদের কোনো অভাব থাকবে না বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

মন্ত্রী বলেন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ অর্জনে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, সেক্টরাল প্ল্যান, সর্বোপরি বর্তমান সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে বলে মন্ত্রী এসময় মন্তব্য করেন।

মন্ত্রী আরো বলেন, এ প্রকল্পের মাধ্যমে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তার মাধ্যমে ডেইরি ও পোল্ট্রি সেক্টরে বিদ্যমান সনাতন পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক ও যুগোপযোগী টেকনোলজি ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের যে স্বপ্ন অভিযাত্রা সূচিত হয়েছে, তা পূরণে এ সেক্টর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। তিনি বলেন, ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড, প্রাণিসম্পদ সেক্টরের আধুনিক ডিজিটাল ডেটাবেইজ প্রণয়ন, পশুবিমা চালুর ক্ষেত্র তৈরি এ সরকারের এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে, প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়ন ও বিস্তারে শুধু কাজ করলেই হবে না, এর গুণগত মান নিশ্চিত করতে হবে। এ খাতে গুণগত মানসম্পন্ন সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন করতে হবে। উৎপাদিত মাংস যেন মানবদেহের জন্য উপযোগী হয়, মাংস থেকে অন্যান্য পণ্য উৎপাদন করলে সেটা যেন মানসম্পন্ন, স্বাস্থ্যসম্মত ও আন্তর্জাতিক মানের হয় সেটা নিশ্চিত করতে হবে।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা. মোঃ এমদাদুল হক তালুকদারের সভাপতিত্বে কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো. সেলিম উদ্দিন, প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব) জনাব মোঃ আব্দুর রহিম, সার্ভিস এন্ড সলিউশনস ইন্টারন্যাশন্যাল লিমিটেড (এসএসআইএল) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ফরিদ উদ্দিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

#

নাজমুল/ফয়সল/সায়েম/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২৪/১৯১২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩২১৬

**হাসপাতালের সেবার মান নিয়ে জিরো টলারেন্স নীতি বজায় রাখা হবে**

 **---স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ ফাল্গুন (২৫ ফেব্রুয়ারি):

 স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন বলেছেন, দেশব্যাপী স্বাস্থ্যখাতের সাম্প্রতিক কিছু ইস্যু নিয়ে কথা হচ্ছে। ঘটনাগুলো যেকোনো মানুষের মনকেই নাড়া দেবে। প্রধানমন্ত্রী বিষয়টি নিয়ে আমাকে শক্ত হাতে উদ্যোগ নিতে বলেছেন। তিনি আমাকে এ বিষয়ে জিরো টলারেন্স নীতি বজায় রাখতে বলেছেন। আমি পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, বৈধ প্রাইভেট হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলো আমরা বন্ধ করতে চাই না, তবে এগুলো চালাতে হলে যত চিকিৎসক, নার্স প্রয়োজন তা থাকতে হবে; যা যা যন্ত্রপাতি থাকার কথা সেগুলো নিশ্চিত করতে হবে। সেটা করা না হলে, কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণসহ জিরো টলারেন্স নীতি বজায় রাখতে হবে। তিনি বলেন, কোন অনুরোধ বা তদবিরেই এ সকল অবৈধ বা যন্ত্রপাতিহীন ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার সচল রাখা হবে না। আমরা গত এক মাসে প্রায় ১ হাজার ২২৭টি অবৈধ ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার বন্ধ করেছি, এখনও অভিযান চলমান আছে। একই সাথে বৈধ স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোতে পর্যাপ্ত লোকবল ও যন্ত্রপাতি না থাকলে সেগুলোর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

 আজ সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন সমসাময়িক বিষয়ের ওপর মিডিয়া ব্রিফ্রিংকালে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন এসব কথা বলেন ।

 মন্ত্রী জানান, রোগীদের সুরক্ষা নিয়ে যেভাবে ভাবা হচ্ছে একইভাবে চিকিৎসকদের সুরক্ষা নিয়েও কাজ করা হচ্ছে। ভালো সেবা পেতে হলে ভালো চিকিৎসক লাগবে। ভালো সুযোগ-সবিধা না পেলে ভালো চিকিৎসক পাওয়াও মুশকিল হবে।

তিনি অতীতে কী হয়েছে সেগুলো নিয়ে না ভেবে এখন কী করা হচ্ছে সেদিকে বেশি মনোযোগ দিতে মিডিয়া কর্মীদের প্রতি অনুরোধ জানান। স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নততর করতে চিকিৎসক, পুলিশ, সাংবাদিকসহ সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান ডা. সামন্ত লাল সেন।

 এর আগে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাসপাতাল ও ক্লিনিক সেবা শাখার সাথে সংশ্লিষ্ট সংগঠন ও কর্মকর্তাদের নিয়ে পৃথক সভা করেন। স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব মো. জাহাঙ্গীর আলম, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবিএম খুরশীদ আলম, বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের সভাপতি ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. রোকেয়া সুলতানা, বিএমডিসি সভাপতি অধ্যাপক ডা. মাহমুদুল হাসান, বিএসএমএমইউ এর এনেস্থেসিওলজি বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর দেবব্রত বণিক, ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালের এনেস্থিসিওলজি বিভাগের প্রধানগণ সহ মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

#

মাইদুল/পাশা/ফয়সল/সায়েম/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৪/১৯০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২১৫

**স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকার সঠিক পথেই এগিয়ে যাচ্ছে**

 **--আইনমন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ ফাল্গুন (২৫ ফেব্রুয়ারি) :

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, ২০৪১ সালের মধ্যে সুখী-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি রাজনৈতিক অঙ্গীকার হলেও এর সাথে রয়েছে তাঁর গভীর সম্পর্ক। কারণ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা। গত ১৫ বছরের উন্নয়নের গতি-প্রকৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি সবকিছু বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সরকার সঠিক পথেই এগিয়ে যাচ্ছে। উন্নয়নের এই গতি-পথকে মসৃণ ও গতিশীল রাখতেই দেশের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ আবারো জননেত্রী শেখ হাসিনাকে নিরঙ্কুশভাবে নির্বাচিত করে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছে। জনগণের বিশ্বাস, একমাত্র তিনিই পারবেন উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে।

পিরোজপুরে সাড়ে ৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নবনির্মিত আট তলা বিশিষ্ট চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আজ ঢাকা থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ে যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় আইনমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু এমন একটি স্বাধীন ও শক্তিশালী বিচার বিভাগের স্বপ্ন দেখেছিলেন, যেখানে বিচারপ্রার্থী জনগণ দ্রুত ন্যায়বিচার পাবেন। তিনি শুধু এ স্বপ্নই দেখেননি, বাংলাদেশকে স্বাধীন করার পর একটি আইনি কাঠামোও তৈরি করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর সামরিক শাসকদের জাঁতাকলে বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন আর প্রস্ফুটিত হতে পারেনি।

আমিনুল হক বলেন, ২০০৭ সালের ১লা নভেম্বর উচ্চ আদালতের একটি রায় অনুযায়ী নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পুরোপুরি পৃথক হলেও তখন স্বাধীনভাবে চলার মতো বিচার বিভাগের বিশেষ করে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসির নিজস্ব কোন অবকাঠামো ছিল না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর এই সমস্যা দূরীকরণে বেশকিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, যার মধ্যে অন্যতম পদক্ষেপ ছিল জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসির স্থান সংকুলানের জন্য প্রথম পর্যায়ে ২ হাজার ২৬০ কোটি ৩৪ লাখ টাকা ব্যয়ে ৪১টি জেলা শহরে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ। অত্যন্ত আনন্দের বিষয়, এই প্রকল্পের মাধ্যমে ইতোমধ্যেই ৪১টি চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। অবশিষ্ট ২৩ জেলাতেও চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের কাজ শেষ হয়েছে। এখন সেখানে ভবন নির্মাণের জন্য নতুন প্রকল্প গ্রহণ কার্যক্রম চলছে। নতুন এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে দেশের সকল জেলায় জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসির অবকাঠামো সংকট সম্পূর্ণ দূর হবে।

মন্ত্রী বলেন, বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তির অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিচার বিভাগের আধুনিকায়ন অপরিহার্য। এই বিশ্বাসকে ধারণ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার বিচার বিভাগের ডিজিটাইজেশনে আইনি পদক্ষেপসহ বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। এক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার আইন, ২০২০ প্রণয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ও অধস্তন আদালতে ভার্চুয়াল কোর্ট প্রবর্তন-বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা ডিজিটাইজেশনে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

আইন ও বিচার বিভাগের সচিব মোঃ গোলাম সারওয়ারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে পিরোজপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য শ ম রেজাউল করিম, পিরোজপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য মোঃ মহিউদ্দীন মহারাজ, পিরোজপুরের জেলা ও দায়রা জজ, জেলা প্রশাসক, চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপার প্রমুখ বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন আইন ও বিচার বিভাগের যুগ্মসচিব বিকাশ কুমার সাহা।

#

রেজাউল/ফয়সল/সায়েম/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২৪/১৮৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩২১৪

**বস্ত্রখাতে বিশেষ অবদানের জন্য সম্মাননা পাচ্ছে ১১ প্রতিষ্ঠান**

ঢাকা, ১২ ফাল্গুন (২৫ ফেব্রুয়ারি):

 জাতীয় বস্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে বস্ত্রখাতের উন্নয়ন, উৎকর্ষ সাধন, বস্ত্র শিক্ষার সম্প্রসারণ ও রপ্তানি উন্নয়নে ভূমিকা রাখায় সম্মাননা পাচ্ছে ১১টি প্রতিষ্ঠান।

 আজ সচিবালয়ে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে জাতীয় বস্ত্র দিবস উদ্‌যাপনের বিস্তারিত তুলে ধরে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক । এ সময় বস্ত্র ও পাট সচিব মোঃ আব্দুর রউফ, বস্ত্র অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ নূরুজ্জামানসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ‘স্মার্ট টেক্সটাইলে সমৃদ্ধ দেশ - বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ’।

 সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী বলেন, বস্ত্রখাতের সক্ষমতা বৃদ্ধি, যুগোপযোগীকরণ ও বিনিয়োগে আকৃষ্টকরণ এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা বৃদ্ধির বিষয়ে ব্যাপক প্রচারের লক্ষ্যে প্রতিবছর ৪ ডিসেম্বর ‘জাতীয় বস্ত্র দিবস’ দেশব্যাপী উদ্‌যাপন করা হয়ে থাকে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বস্ত্রখাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

 জাহাঙ্গীর কবির নানক জানান, বর্তমান সরকারের নির্বাচনি ইশতেহারে উদ্যোক্তা শ্রেণিকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে যথোপযুক্ত নীতি প্রণয়ন ও কর্মসূচি গ্রহণ, প্রতিযোগিতামূলক বাজারব্যবস্থা, উদ্ভাবনী প্রযুক্তি, উপযুক্ত ভৌত অবকাঠামো এবং অভ্যন্তরীণ বাজার সম্প্রসারণ নীতিমালা সংবলিত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে মর্মে অঙ্গীকার করা হয়েছে। এ ছাড়া বর্তমান সরকারের রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার মোতাবেক মিশন, ভিশন প্রস্তুত ও কার্যাবলি নির্ধারণ করা হয়েছে।

 মন্ত্রী জানান, দিবসটি উপলক্ষ্যে আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) বস্ত্র দিবসের মূল অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে। রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন।

 জাহাঙ্গীর কবির নানক বলেন, দেশের অর্থনীতিতে ‘বস্ত্রখাত’ দেশের প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত। সরকার বস্ত্রখাতের অংশীজনদের সাথে সমন্বয় করে এখাতের উন্নয়নকে গতিশীল রাখার পাশাপাশি বস্ত্র অধিদপ্তর পোষক কর্তৃপক্ষের সকল সেবা ওয়ানস্টপ সার্ভিস এর মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে প্রদান করছে। বস্ত্র শিল্পের উন্নয়ন ও বিকশিত করার নিবন্ধিত বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের মাধ্যমে কমপ্লায়েন্স পর্যবেক্ষণ ও নিশ্চিত করা হচ্ছে। বর্তমানে তৈরিপোশাক শিল্পে উন্নতমানের ২০৬টি সবুজ কারখানার (গ্রিন ফ্যাক্টরি) নেতৃত্ব দিচ্ছে বাংলাদেশ।

 সম্মাননার জন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানগুলো হলো: ও সংগঠন গুলো হল- বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএমইএ), বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিকেএমইএ), বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএমএ), বাংলাদেশ স্পেশালাইজড টেক্সটাইল মিলস অ্যান্ড পাওয়ারলুম ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশন (বিএসটিএমপিআইএ), বাংলাদেশ কটন অ্যাসোসিয়েশন (বিসিএ), বাংলাদেশে গার্মেন্ট বায়িং হাউজ অ্যাসোসিয়েশন (বিজিবিএ), বাংলাদেশ টেরিটাওয়েল অ্যান্ড লিনেন ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিটিটিএলএমইএ), বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় (বুটেক্স), বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যাক্সেসরিজ অ্যান্ড প্যাকেজিং ম্যানুফ্যাকচার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএপিএমইএ), বাংলাদেশ এমব্রয়ডারি ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিইএমইএ) এবং বাংলাদেশ তাঁতী সমিতি।

#

সৈকত/পাশা/ফয়সল/সায়েম/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৪/১৭৫১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩২১৩

**শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায় পরিণত হচ্ছে**

 **---ধর্মমন্ত্রী**

ইসলামপুর (জামালপুর), ১২ ফাল্গুন (২৫ ফেব্রুয়ারি):

 ধর্মমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান বলেছেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কল্যাণে দেশের অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। তাঁর নেতৃত্বে দেশ উন্নত-সমৃদ্ধ বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায় পরিণত হচ্ছে।

 আজ জামালপুরের ইসলামপুরে চর পুটিমারী ইউনিয়ন পরিষদ মাঠে কর্মী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 ধর্মমন্ত্রী বলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আছে এবং সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়েছে বলেই বাংলাদেশ বদলে গেছে। সারা বিশ্বে সমাদৃত হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছে।

 জাতির পিতার অবদানের কথা তুলে ধরে ধর্মমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু শুধু একটি স্বাধীন দেশই দিয়ে যাননি, তিনি বাংলাদেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, জ্বালানি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ প্রায় সকল কিছুরই ভিত্তি রচনা করে দিয়ে গেছেন।

 মোঃ ফরিদুল হক খান বলেন, বর্তমান সরকারের কৃষিবান্ধব নীতির কল্যাণে দেশের কৃষি আজ নতুন উচ্চতায় উন্নীত হয়েছে। স্বপ্নের বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি ইসলামপুরকে ভালবাসেন, তাই ইসলামপুরবাসীর জীবনমান উন্নয়নে যা প্রয়োজন তিনি তা করবেন।

 ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি সামসুজ্জামান সুরুজ মাস্টারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এড. আব্দুস ছালাম, ত্রাণ সম্পাদক সালাউদ্দিন শাহ, যুবলীগের সভাপতি হারুনুর রশিদ প্রমুখ বক্তব্য প্রদান করেন।

#

 আবুবকর/পাশা/ফয়সল/সায়েম/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৪/১৭১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২১২

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১২ ফাল্গুন (২৫ ফেব্রুয়ারি) :

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী শনিবার সকাল ৮টা থেকে আজ রবিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৭৩ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ১০ দশমিক ১৮ শতাংশ। এ সময় ৭১৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

 গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে ১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৮৭ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৫ হাজার ১৮০ জন।

#

দাউদ/ফয়সল/সায়েম/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২৪/১৭১২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩২১১

**এভিয়েশন শিল্পকে স্মার্ট, দক্ষ এবং সেবামূলক শিল্প হিসেবে গড়ে তোলার কাজ চলছে**

 **---বিমান ও পর্যটন মন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ ফাল্গুন (২৫ ফেব্রুয়ারি):

 বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী মুহাম্মদ ফারুক খান বলেছেন, বাংলাদেশের এভিয়েশন শিল্পকে স্মার্ট, দক্ষ এবং সেবামূলক শিল্প হিসেবে গড়ে তোলার কাজ চলছে।

 আজ রাজধানীর আগারগাঁওয়ের পর্যটন ভবনে বাংলাদেশ থেকে পরিচালিত দেশি-বিদেশি এয়ারলাইন্সের প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠককালে মন্ত্রী একথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের এভিয়েশন শিল্পকে স্মার্ট শিল্প হিসেবে গড়ে তোলার জন্য দেশের সকল বিমানবন্দরের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি দক্ষ জনবল তৈরির উপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এছাড়া, উড়োজাহাজের নিরাপদ উড্ডয়ন ও অবতরণ নিশ্চিতে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আইএলএস সিস্টেম ক্যাটেগরি-১ থেকে ক্যাটেগরি-২ তে উন্নীত করা হচ্ছে। সিলেট, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার বিমানবন্দরে আইএলএস সিস্টেম স্থাপন করার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দ্বিতীয় রানওয়ে নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন হয়েছে, খুব দ্রুতই এই বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম শুরু করা হবে।

 মন্ত্রী বলেন, গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং সেবা আগের থেকে উন্নত হয়েছে। এই সেবাকে আরও উন্নত করে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার জন্য বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। গত এক বছরে বিমান বাংলাদেশ এক হাজার কোটি টাকার গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি ক্রয় করেছে। জনবলের ঘাটতি পূরণের জন্য নিয়মিত নিয়োগ কার্যক্রম চালু রাখার পাশাপাশি তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতার কারণে এখন যেটুকু সমস্যা রয়েছে থার্ড টার্মিনাল চালু হওয়ার পর তা আর থাকবে না।

 ফারুক খান বলেন, বিদেশি এয়ারলাইন্সগুলোর মুনাফা রেমিট করার ব্যাপারে আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে কাজ করছি। ইতোমধ্যেই রেমিটেন্সের কিছু অংশ ছাড় করা হয়েছে। এর পরিমাণ যেন আরো বাড়ানো হয় সেই ব্যাপারে আমরা কাজ অব্যাহত রেখেছি। এছাড়াও এভিয়েশন শিল্পের বিভিন্ন বিষয়ে করের হার নিয়ে এবং এয়ারলাইন্সের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি যাতে দ্রুত ও সহজে কাস্টমস থেকে ছাড় পায় সেই বিষয়ে আমরা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে কথা বলবো।

 মন্ত্রী বলেন, সকল এয়ারলাইন্সই বাণিজ্যিক মুনাফা অর্জনের জন্য কাজ করে কিন্তু একই সাথে তাদের যাত্রীদের সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিত করতে হবে। কোন যাত্রী যাতে অহেতুক হয়রানির শিকার না হয় সেই ব্যাপারে সচেষ্ট থাকতে হবে। আমার বিশ্বাস, আমরা সকলে একত্রে কাজ করলে বাংলাদেশ থেকে সকল এয়ারলাইন্সই আরো সহজে, নিরাপদে এবং দক্ষভাবে ফ্লাইট পরিচালনা করতে পারবে। যাত্রীদের আরো উন্নত সেবা প্রদানে সক্ষম হবে। বাংলাদেশকে একটি অন্যতম প্রধান এভিয়েশন হাব রূপান্তরের যে লক্ষ্য নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা কাজ করছি তা পূরণ করা সহজ হবে।

 বৈঠকে আরো উপস্থিত ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান মোঃ মফিদুর রহমান, মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ আশরাফ আলী ফারুক, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শফিউল আজিম সহ বাংলাদেশ থেকে পরিচালিত হওয়া দেশি-বিদেশি এয়ারলাইন্সের প্রতিনিধিবৃন্দ।

#

তানভীর/পাশা/ফয়সল/সায়েম/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৪/১৭৫৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩২১০

**তেজগাঁওয়ে সরকারি সিএমএসডি'তে ঝটিকা অভিযানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ ফাল্গুন (২৫ ফেব্রুয়ারি):

 আজ রাজধানীর তেজগাঁও এলাকায় সরকারি সিএমএসডি'তে (সেন্ট্রাল মেডিকেল স্টোরস ডিপো) ঝটিকা পরিদর্শন করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন। স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব মো. জাহাঙ্গীর আলম ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবিএম খুরশীদ আলম স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সাথে ছিলেন।

 স্বাস্থ্যমন্ত্রী সিএমএসডিতে গিয়ে স্টোরেজ ঘুরে-ফিরে দেখেন এবং সেখানে উপস্থিত কর্মকর্তাদের বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী এসময় সেখানে শত শত কার্টন ভর্তি নানারকম জরুরি স্বাস্থ্যসেবা সামগ্রী পড়ে থাকতে দেখেন এবং নানা অনিয়ম দেখতে পান। তাছাড়া বিভিন্ন জরুরি স্বাস্থ্যসেবার পণ্য সেখানে অনেকদিন ধরে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন।

 ডা. সামন্ত লাল সেন এসব অনিয়ম দেখে স্টোরেজের সব মালামালের তালিকা, কোন মালামাল কত তারিখে ডেলিভারি হয়েছে এবং আগামীতে কোন পণ্য কবে ডেলিভারি করা হবে তা সহ কেন এত মালামাল নষ্ট হয়ে পড়ে আছে তার কারণ জানিয়ে আগামী সাত দিনের মধ্যে তাঁর নিকট একটি লিখিত প্রতিবেদন জমা দেবার নির্দেশ দেন ।

 মন্ত্রী সেখানে উপস্থিত স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব মো. জাহাঙ্গীর আলম ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবিএম খুরশীদ আলমকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন সংগ্রহপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে একটি জরুরি সভা আহ্বানের নির্দেশ দেন।

#

মাইদুল/পাশা/ফয়সল/সায়েম/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৪/১৮৩৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২০৯

**পরিবেশ ও জলবায়ু সংক্রান্ত পদক্ষেপের ভিত্তিতে**

**বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক আরো শক্তিশালী হবে**

 **-পরিবেশমন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ ফাল্গুন (২৫ ফেব্রুয়ারি) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, পরিবেশ ও জলবায়ু সংক্রান্ত পদক্ষেপের ভিত্তিতে আগামী দিনে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরো শক্তিশালী হবে। এ বিষয়গুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য অগ্রাধিকার ক্ষেত্র, তাই যুক্তরাষ্ট্র জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বাংলাদেশকে সহযোগিতা করতে চায়৷

মন্ত্রী আজ সচিবালয়ে তাঁর কার্যালয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক
উপসহকারীমন্ত্রী আফরিন আক্তারের সাথে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের এ সব কথা বলেন।

এসময় পরিবেশ মন্ত্রী বলেন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের আলোকে তারা কীভাবে বাংলাদেশের চাহিদা মেটাতে সহযোগিতা করবে সে বিষয়ে উপসহকারীমন্ত্রী আফরিন আক্তারের সাথে আলোচনা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, সরকার জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় ১৫ বিলিয়ন ডলারের তহবিল গঠন করে একটি নতুন প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠা করতে চায়। বাংলাদেশের সকল উন্নয়ন সহযোগীরা সেখানে সাহায্য করতে পারে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, আমেরিকাও থাকবে এবং পরিকল্পনায় তারা বাংলাদেশের চাহিদার কথা মাথায় রাখবে।

আলোচনায় পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ এবং টেকসই উন্নয়ন প্রচারে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টার গুরুত্বের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। উভয় পক্ষই পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে এবং এই অঞ্চলের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের টেকসই সুবিধা নিশ্চিত করতে একসঙ্গে কাজ করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ ইমরান, বাংলাদেশে মার্কিন দূতাবাসের ডেপুটি চিফ অব মিশন হেলেন লাফেভ, মাইকেল শিফার, ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউএসএআইডি) এর এশিয়ার জন্য ব্যুরোর সহকারী প্রশাসক আল্লা কামিনস, স্টেট ডিপার্টমেন্টের ব্যুরো অব সাউথ অ্যান্ড সেন্ট্রাল এশিয়ান অ্যাফেয়ার্স, পারমাণবিক নিরাপত্তা ও অপ্রসারণের উপ-পরিচালক, হেইলি বেকার, ইউএসএআইডিতে ব্যুরোর এশিয়া ফর স্টাফের ভারপ্রাপ্ত প্রধান, ইউএসএআইডি বাংলাদেশের মিশন ডিরেক্টর রিড এশলিম্যান এবং ব্রনউইন লেভেলিন, ইউএসএআইডি বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ কর্মকর্তাসহ বিশিষ্ট প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

#

দীপংকর/ফাতেমা/রবি/আলী/শামীম/২০২৪/১৬০৮ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২০৮

**ফিলিস্তিনের বিপক্ষে অপতথ্য ছড়ানো প্রতিরোধে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে হবে**

 **- তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ ফাল্গুন (২৫ ফেব্রুয়ারি) :

ফিলিস্তিনের বিপক্ষে ইসরায়েলের বিভ্রান্তিকর অপতথ্য ছড়ানো প্রতিরোধের জন্য একটি সহযোগিতামূলক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তৈরির প্রস্তাব করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত।

গতকাল তুরস্কের ইস্তাম্বুলে ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি)-এর সদস্য দেশগুলোর তথ্যমন্ত্রীদের ইসলামিক সম্মেলনের বিশেষ অধিবেশনে দেওয়া বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এ প্রস্তাব করেন।

বিশেষ অধিবেশনের উদ্বোধন পর্বে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েফ এরদোগানের ভিডিও বার্তা প্রচার করা হয়। ওআইসি মহাসচিব হিসেইন ব্রাহিম তাহা, ফিলিস্তিনের উপপ্রধানমন্ত্রী ও তথ্যমন্ত্রী নাবিল আবু রুদিইনেহ, তুরস্কের যোগাযোগ অধিদপ্তরের প্রেসিডেন্ট ফাহরেতিন আলতুন অধিবেশনের উদ্বোধন পর্বে বক্তব্য প্রদান করেন। সদস্য রাষ্ট্রের ২৫ জন তথ্যমন্ত্রী নিজ নিজ দেশের হয়ে অধিবেশনে বক্তব্য প্রদান করেন।

বিশেষ এ অধিবেশনের প্রতিপাদ্য ছিলো ‘অধিকৃত ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে সাংবাদিক ও মিডিয়া আউটলেটের বিরুদ্ধে ইসরায়েলি দখলদার কর্তৃপক্ষের অপতথ্য এবং শত্রুতা’।

তথ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, গাজায় যেভাবে সাংবাদিকদের ক্রমাগত হত্যা এবং অপতথ্য ছড়ানোর ঘটনা ঘটছে, তা বিশ্ব খুব কমই দেখেছে। এ ধরনের অপতথ্য প্রচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য, প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। অধিক দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বিশ্ব মিডিয়াতে সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে কর্মরত সাংবাদিকদের ওপর ইসরায়েলি হামলার বিষয়টিও তুলে ধরতে হবে। ফিলিস্তিনের বিপক্ষে বিভ্রান্তিকর অপতথ্য ছড়ানো প্রতিরোধে একটি সহযোগিতামূলক ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে হবে। তিনি ওআইসি সচিবালয়কে অবিলম্বে এ বিষয়ে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করার অনুরোধ জানান। বাংলাদেশ ইসরায়েলের যুদ্ধাপরাধের দলিল সম্বলিত একটি মানসম্মত তথ্য ও দলিল পুল প্রতিষ্ঠার জন্য ওআইসি সচিবালয়ের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করতে প্রস্তুত। সচিবালয় নিয়মিত সব সদস্য রাষ্ট্রের সাথে এসব তথ্য আদানপ্রদান করতে পারে। ওআইসি সচিবালয় ইসরায়েল দ্বারা ছড়ানো অপতথ্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচিও পরিচালনা করতে পারে। মোহাম্মদ আলী আরাফাত আরও বলেন, ইসরায়েল গাজায় যে নিষ্ঠুরতা এবং আন্তর্জাতিক আইনের গুরুতর লঙ্ঘন করছে তা আড়াল করার জন্য পরিকল্পিতভাবে মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর খবর প্রচার করেছে। ইসরায়েলের ঘৃণ্য বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণা শিশু, মহিলা, বয়োজ্যেষ্ঠ, সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মীদের নির্বিচারে টার্গেট করাসহ নির্লজ্জ যুদ্ধাপরাধ ঢাকার প্রচেষ্টা।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, গাজায় ইসরায়েলের বর্বর হত্যাকান্ড একটি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধ্বংস করছে এবং দখলকৃত জনগণকে তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। এ হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করতে ও বিশ্বকে সত্য জানাতে মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। এ ভয়াবহ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ ফিলিস্তিনিদের সমর্থন করে এবং তাদের পাশে রয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী তার বক্তব্যে সাত দফা প্রস্তাবনা তুলে ধরেন। এগুলো হলো প্রথমত, ফিলিস্তিনে অবিলম্বে সংঘাত বন্ধ করা এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের বিরুদ্ধে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা; দ্বিতীয়ত, গাজার বাসিন্দাদের জন্য খাদ্য, পানি, ঔষধ এবং অন্যান্য জীবন রক্ষাকারী উপকরণের অবচ্ছিন্ন, দ্রুত এবং নিরাপদ সরবরাহের জন্য একটি মানবিক করিডোর খোলা রাখা; তৃতীয়ত, যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য ইসরায়েলকে দায়ী করা এবং আইসিজেতে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাকে সমর্থন করা; চতুর্থত, জাতিসংঘ, আরব শান্তি উদ্যোগ এবং কোয়ার্টেট রোড ম্যাপে সকল সম্মত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পুনর্বিবেচনা করা; পঞ্চমত, ফিলিস্তিন ইস্যুতে মুসলিম উম্মাহর দ্ব্যর্থহীন ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং জাতিসংঘের রেজুলেশন ২৪২ এবং ৩৩৮ এর অধীনে ১৯৬৭-এর পূর্ববর্তী সীমান্তের পাশাপাশি বসবাসের জন্য একটি পরিষ্কার সময়রেখার পরিকল্পনা করব; ষষ্ঠত, ইসরায়েলি দখলদার বাহিনী দ্বারা পরিচালিত বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণার নিন্দা জানিয়ে সম্মিলিতভাবে আওয়াজ তোলা এবং নিরপরাধ বেসামরিক ও পেশাজীবীদের হত্যাকাণ্ড ধামাচাপা দিতে ইসরায়েলের কর্মকাণ্ড তুলে ধরা এবং সপ্তমত, ওআইসি মিডিয়া ফোরাম প্রতিষ্ঠার জন্য জরুরি পদক্ষেপ নেয়া।

#

ইফতেখার/ফাতেমা/রবি/আলী/আসমা/২০২৪/১৪৪৮ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২০৭

**জাতীয় বন জরিপ উদ্বোধন**

**বনজসম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতে জাতীয় বন জরিপ করা হচ্ছে**

 **-পরিবেশমন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ ফাল্গুন (২৫ ফেব্রুয়ারি) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, দক্ষ বন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা গড়ে তুলতে এবং বনজ সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সরকার দ্বিতীয় জাতীয় বন জরিপ শুরু করছে। এ জরিপ থেকে সংগৃহীত তথ্য আমাদের বনাচ্ছাদন, জীববৈচিত্র্য পরিবর্তন, নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, আন্তর্জাতিক প্রতিবেদন এবং জাতীয় কৌশল গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এছাড়া, এ ডাটাবেসটি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এবং আন্তর্জাতিক ঘোষণার পাশাপাশি বনজ সম্পদের আরো ভাল ব্যবস্থাপনার অধীনে আমাদের লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করতে সহায়ক হবে।

পরিবেশমন্ত্রী আজ ঢাকায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বাংলাদেশের দ্বিতীয় জাতীয় বন জরিপের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

সাবের হোসেন চৌধুরী বলেন, বন ইনভেন্টরি বাংলাদেশের জাতীয় বন মনিটরিং সিস্টেম প্রতিষ্ঠার জন্য অবিচ্ছেদ্য এবং বন জৈববস্তুপুঞ্জ ও কার্বন ইনভেন্টরির প্রাথমিক তথ্য উৎস হবে। কাঠের পরিমাণ ছাড়াও বন ইনভেন্টরি ব্যাপকভাবে অকাষ্ঠল বনজপণ্য, মাটির বিশ্লেষণ এবং সাংস্কৃতিক দিকগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করবে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে ২০১৬-২০১৯ সালে একটি সম্পূর্ণ জাতীয় বন ইনভেন্টরি পরিচালনা করেছে এবং প্রস্তাবিত দ্বিতীয় পর্বে প্রবণতা বিশ্লেষণ ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয় এলাকা চিহ্নিত করবে।

প্রধান বন সংরক্ষক মোঃ আমির হোসেন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ ও অতিরিক্ত সচিব ইকবাল আবদুল্লাহ হারুন এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার বাংলাদেশের প্রতিনিধি জিয়াওকুন শি ও সুফল প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক গোবিন্দ রায় বক্তৃতা করেন।

#

দীপংকর/ফাতেমা/রবি/আলী/শামীম/২০২৪/১৪৩৪ ঘন্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩২০৬

**বাংলাদেশে বৈশ্বিক গণমাধ্যম তৈরিতে সহযোগিতা করবে কাতার**

ঢাকা, ১২ ফাল্গুন (২৫ ফেব্রুয়ারি) :

বাংলাদেশের গণমাধ্যমের উন্নয়নে ও বৈশ্বিক গণমাধ্যম তৈরিতে সহযোগিতা করবে কাতার।

গতকাল তুরস্কের ইস্তাম্বুলে ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি)-এর সদস্য দেশগুলোর তথ্যমন্ত্রীদের ইসলামিক সম্মেলনের সাইডলাইনে তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত কাতার মিডিয়া কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ আবদুল আজিজ বিন থানি আল-থানির সাথে সাক্ষাৎকালে তিনি এ সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

আল জাজিরার মতো বৈশ্বিক গণমাধ্যম তৈরির অভিজ্ঞতার আলোকে কিভাবে বাংলাদেশ ও কাতারের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র গড়ে তোলা যায় তা নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা করেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী এবং কাতারের মিডিয়া কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। এসময় গণমাধ্যম সেক্টরে দু’দেশের মধ্যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ব্যাপারেও তাঁরা একমত পোষণ করেন। এর মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের আরো উন্নয়ন ঘটবে বলেও তাঁরা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

#

ইফতেখার/ফাতেমা/রবি/রাসেল/আলী/আসমা/২০২৪/ ঘণ্টা